বার্ষিক প্রতিবেদন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

২০২৩-২০২৪

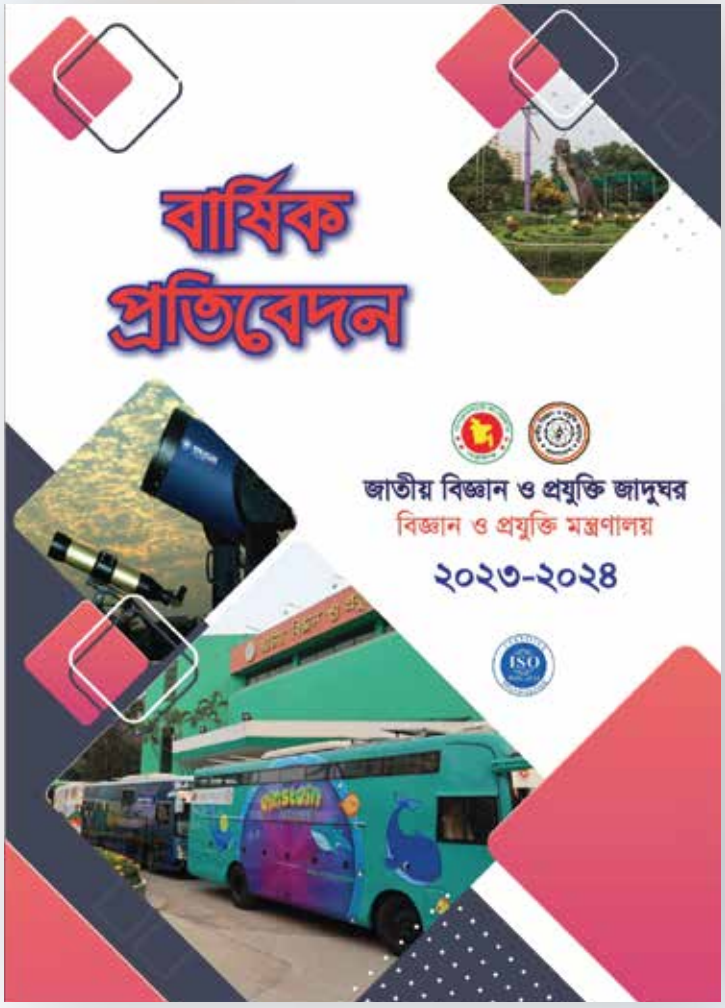
বার্ষিক
প্রতিবেদন
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
২০২৩-২০২৪
ISO

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০২৪ খ্রি.

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম
পরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী:
মোঃ হাদিসুর রহমান
লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার

এম.এম. রুবায়েত হোসেন
সহকারী কিউরেটর (চলতি দায়িত্ব)

শাফিয়া তাসনীম দ্রাঘিমা
সহকারী কিউরেটর (চলতি দায়িত্ব)

রবিন বসাক
আর্টিস্ট

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
রবিন বসাক
আর্টিস্ট

যোগাযোগ
লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
মোবাইলঃ ০১৭৩৩৫৮৫৭৪১
ই-মেইল : infonmst@gmail.com
website: www.nmst.gov.bd

মহাপরিচালকের বাণী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রযাত্রায় আজ আমরা এক নতুন যুগে পদার্পণ করেছি। আমাদের দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিনিয়ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার পাশাপাশি সাধারণ জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের অন্যতম লক্ষ্য।

গত এক বছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের বিজ্ঞান চর্চাকে এক নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে তারা বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে। এ ধরনের উদ্যোগ আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করছে, যা ভবিষ্যতে একটি জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক হবে।

এছাড়া, বিজ্ঞান জাদুঘর আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমেও মানুষের কাছে পৌঁছেছে। অনলাইন প্রোগ্রাম, ভার্চুয়াল প্রদর্শনী, ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান ও টেলিস্কোপ প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সভা, সেমিনার, মেলা, অলিম্পিয়াড ও কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে আরো জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের এই অগ্রযাত্রা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং আমাদের বিজ্ঞান চর্চাকে আরো শক্তিশালী করবে। আমাদের এই প্রচেষ্টার মূল চালিকাশক্তি হলো শিক্ষার্থী ও জনগণের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা। আপনাদের সকলকে এ যাত্রায় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে, আমি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রতিটি কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, সামনের দিনগুলোতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আরো সমৃদ্ধি অর্জন করবে।

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

সূচিপত্র

বিজ্ঞান শিক্ষায় সমৃদ্ধ জাতি গঠনে বিজ্ঞান জাদুঘর	০৫
রূপকল্প (Vision)	০৬
অভিলক্ষ্য (Mission)	০৬
পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বে যাঁরা	০৬
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	০৮
প্রবিধানমালা	০৮
একনজরে মৌলিক কার্যাবলি	০৮
১০ বছরের বাজেট চিত্র	১০
এক নজরে এপিএ কার্যক্রম	১১
উদ্ভাবনী কার্যক্রম	১৫
বিশ্বমঞ্চে বিজয়ী ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনা প্রদান	১৫
বিজ্ঞান জাদুঘরে ভার্চুয়াল গ্যালারি চালু	১৭
গোলাপী চাঁদ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন	১৮
বিজ্ঞান চর্চার উন্মুক্ত প্লাটফর্ম: বিজ্ঞান বক্তৃতা	১৯
ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে বিজ্ঞান জাদুঘর	২০
মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প আয়োজন	২১
একনজরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ	২২
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অলিম্পিয়াড	২৩
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কুইজ	২৩
৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন	২৪
কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ	২৫
৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার কিছু আলোকচিত্র	২৭
৮ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড	২৮
৮ম জাতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা	৩০
শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র বিজ্ঞান জাদুঘর	৩১
বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার	৩৪
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৪০
লার্নিং সেশন	৪১
অংশীজনের সভা	৪৩
উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় নতুনত্ব	৪৩
বিভিন্ন দিবস ও অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন	৪৬
প্রকাশনা-প্রচারণা কার্যক্রম	৪৮
নিয়োগ এবং পদোন্নতি কার্যক্রম	৪৯
পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন কর্মসূচি	৫০
শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	৫১
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নকে ধারণ করে আগামীর পথচলা	৫২

বিজ্ঞান শিক্ষায় সমৃদ্ধ জাতি গঠনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলোর সঙ্গে শিক্ষার্থী, তরুণ বিজ্ঞানী ও মানুষের সেতুবন্ধন স্থাপনের লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার স্রোতধারায় মিলিত হয়ে বিশুদ্ধ আনন্দ ও নিষ্কলুষ বিনোদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার সৌরভকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে বিজ্ঞান জাদুঘর। দীর্ঘ সময়ের পথপরিক্রমায় বিজ্ঞান জাদুঘর সমগ্র দেশজুড়ে এর কার্যক্রমের বিস্তার ঘটিয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বিজ্ঞানভিত্তিক বহুমাত্রিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজবোধ্য করতে বিজ্ঞান জাদুঘরের উদ্ভাবনী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী। এছাড়া প্রতিবছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের আওতায় বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক সভা ও সেমিনারের আয়োজনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসব কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও মননে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি করছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তাদেরকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করছে। ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত এ জাদুঘর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ও সময়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গ্যালারিসমূহের ক্রমাগত উন্নয়ন সাধনের জন্য আধুনিক প্রদর্শনীবস্তু সংযোজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটিয়েছে। মহাকাশের বিপুল সম্ভাবনাময় ও রহস্যময় দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালে এ প্রতিষ্ঠান একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। পৌনে ৫ একরের একখন্ড জমিতে ১৯৮১ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম শুরু হয়। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

চিত্র: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

রূপকল্প (Vision)

একটি বিজ্ঞান মনস্ক
জাতি গঠন করা
এ প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প।

অভিলক্ষ্য (Mission)

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীবস্তুর মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয়করণ এবং তরুণ প্রজন্মকে উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা এ প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য।

পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বে যাঁরা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০-এর ধারা ৫-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সভাপতি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালককে সদস্যসচিব করে মোট ১৩ সদস্যের পরিচালনা
বোর্ড গঠন করা হয়। ২০২৩ এ পুনর্গঠিত
পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ:

২০২৩-২৪ পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বে যাঁরা

ক্রমিক নং	নাম, পদবি ও ঠিকানা	বোর্ড পদবি
১	**জনাব মোঃ আলী হোসেন** সচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	**জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন** অতিরিক্ত সচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়	সদস্য
৩	**জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম** চেয়ারম্যান বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান	সদস্য
৪	**জনাব ড. মোঃ শৌকত আকবর** চেয়ারম্যান বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
৫	**জনাব মো: নাজমুল হুদা সিদ্দিকী, এনডিসি** অতিরিক্ত সচিব অধিশাখা-১,অর্থ বিভাগ	সদস্য
৬	**অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার** গণিত বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৭	**অধ্যাপক ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ** স্থাপত্য বিভাগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮	**অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ** চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	সদস্য
৯	**প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ** কৃষিবনায়ন ও পরিবেশ বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সালনা, গাজীপুর	সদস্য
১০	**প্রফেসর ড. মো. খালেদ হোসেন** প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	সদস্য
১১	**অধ্যাপক ড. এ. এ. মামুন** পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	সদস্য
১২	**জনাব মোহাম্মদ শফিউল আরিফ** যুগ্মসচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	**জনাব মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী** মহাপরিচালক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, ঢাকা।	সদস্যসচিব

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে একজন মহাপরিচালকসহ সর্বমোট ১৮২টি অনুমোদিত পদে বর্তমানে ১৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। তন্মধ্যে ৬৫ জন রাজস্ব পদের এবং ৭৩ জন আউটসোর্সিং পদের। বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রবিধানমালা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১১' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রবিধানমালা রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক সর্বোচ্চ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী।

একনজরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মৌলিক কার্যাবলি

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কার্যক্রম মূলত: ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়।
(ক) গ্যালারি প্রদর্শনী
(খ) শিক্ষা কার্যক্রম
(গ) প্রকাশনা কার্যক্রম
(ঘ) ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান জাদুঘর ও অবজারভেটরি এবং চতুর্মাত্রিক (4D) মুভি প্রদর্শনী
(ঙ) বিজ্ঞান ক্লাবভিত্তিক কার্যক্রম
(চ) ট্রাস্টি বোর্ডের অনুদান প্রদান কার্যক্রম।

ক) গ্যালারি প্রদর্শনী

জাদুঘরের গ্যালারিগুলো হলো- ভৌত বিজ্ঞান গ্যালারি, মজার বিজ্ঞান গ্যালারি, জীব বিজ্ঞান গ্যালারি, তথ্য-প্রযুক্তি গ্যালারি, শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারি, শিশু বিজ্ঞান গ্যালারি, মহাকাশ গ্যালারি, এভিয়েশন গ্যালারি, জীববৈচিত্র্য গ্যালারি এবং VR ও ইনোভেশন গ্যালারি। তাছাড়া বহিরাঙ্গন প্রদর্শনীবস্তুর মধ্যে রয়েছে টাইটানিক জাহাজ, প্রশান্ত সরোবর, উইন্ড টারবাইন, ডাইনোসরের ভাস্কর্য, সূর্য ঘড়ি ইত্যাদি।

টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ

প্রতি শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যায় আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে ১০ টাকা টিকেটের বিনিময়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশে প্রাপ্তিযোগ্য চাঁদ, শুক্র, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি গ্রহ প্রভৃতি, এ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি, রিং নেবুলা, সেভেন স্টার, জোড়াতারা ও তারার ঝাঁক পর্যবেক্ষণ করা যায়।

খ) শিক্ষা কার্যক্রম

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর বিভিন্ন জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যবৃন্দ, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানামোদী শ্রোতার সমাবেশ ঘটে। দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞান শিক্ষকবৃন্দ অনুষ্ঠানসমূহে বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে নির্ধারিত বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বিজ্ঞান জাদুঘর ভ্রাম্যমাণ মিউজিয়াম বাসের মাধ্যমে সারা দেশে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করার লক্ষ্যে তাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ, অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান মেলার অয়োজন করা হয়।

গ) প্রকাশনা কার্যক্রম

নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকা, ত্রৈমাসিক 'দর্পণ', জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালার গ্রন্থ, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাৎসরিক কার্যক্রমের উপর গবেষণাধর্মী বই প্রকাশ করা হয়।

ঘ) ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান জাদুঘর ও 4D (চর্তুমাত্রিক) মুভি প্রদর্শনী

ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর জন্য রয়েছে ৫টি মিউজিয়াম বাস, যার প্রতিটি বাসে স্থাপিত ২৪টি প্রদর্শনী বস্তুর মাধ্যমে বিজ্ঞান জাদুঘরের পরিসেবা প্রদান করা হয়। বিনোদনের জন্য রয়েছে ৩টি (4D) (চতুর্মাত্রিক) মুভি বাস। যেখানে একসাথে ১৫ জন দর্শক (4D) মুভি উপভোগ করতে পারে। মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য আছে ২টি অবজারভেটরি বাস। এ অবজারভেটরি বাসে একটি টেলিস্কোপও আছে, এর মাধ্যমে সন্ধ্যার পর রাতের আকাশে আকাশপ্রেমীদের জন্য চাঁদ, গ্রহ, তারা ও গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

ঙ) বিজ্ঞান ক্লাবভিত্তিক কার্যক্রম

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব রয়েছে। এছাড়া নিবন্ধিত বিজ্ঞান ক্লাব রয়েছে ২৭০টি। এসব বিজ্ঞান ক্লাব বিজ্ঞান জাদুঘরের সহায়তায় বছরব্যাপী বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর নানা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান বিষয়ক সভা-সেমিনার, বিজ্ঞান বক্তৃতা, ফেস্টিভ্যাল, ওয়ার্কশপ, কুইজসহ নানা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিযোগিতা। এসব কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে দেশের তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ, যা' একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারে।

চ) ট্রাস্টি বোর্ডের অনুদান প্রদান কার্যক্রম

বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে বিজ্ঞান জাদুঘর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ট্রাস্টি বোর্ড থেকে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞানসেবী সংগঠনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগার সমৃদ্ধকরণে, বিজ্ঞান বিষয়ক নানা কার্যক্রম পরিচালনায় এবং বিজ্ঞান বিষয়ক ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরের পক্ষ থেকে এসব অনুদান প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান ক্লাবগুলো যেমন উপকৃত হচ্ছে, তেমনি মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা ও জনপ্রিয়তার প্রসার ঘটছে দেশব্যাপী।

বিস্তারিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- গ্যালারিতে স্থাপিত বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীবস্তুর প্রদর্শনী;
- প্রদর্শনী বস্তুসমূহের উপর স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার জন্য বিষয়ভিত্তিক বর্ণনা উপস্থাপন;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ভিডিও শো এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালা, সেমিনার, অলিম্পিয়াড, কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন;
- উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রাজধানীতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের আয়োজন;
- তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্পের স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান;
- টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনায় (চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ধূমকেতু, উল্কাপাত ইত্যাদি) মহাকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা;
- জ্ঞান পিপাসু পাঠক ও নবীন বিজ্ঞানীদের জন্য গ্রন্থাগার সেবা কার্যক্রম;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তথ্য ও গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা কার্যক্রম;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রাচীন নিদর্শন ও আধুনিক প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;
- ভ্রাম্যমাণ মিউজিয়াম বাসের মাধ্যমে সারা দেশে উন্মুক্ত বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন;
- বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের নিবন্ধন প্রদান ও বৈজ্ঞানিক সৃজনশীল কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ আবিষ্কার ও অবদানের স্বীকৃতিসূচক পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অনুদান প্রদান।

১০ বছরের বাজেট চিত্র

২০১৪-১৫ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
২০১৪-১৫	৩২৪.৫৬
২০১৫-১৬	৫০৪.১৯
২০১৬-১৭	৭২১.৮৪
২০১৭-১৮	৯১৪.৭৫
২০১৮-১৯	১২২৩
২০১৯-২০	২১০০
২০২০-২১	২০৭৫
২০২১-২২	২৪৫৩.৩৬
২০২২-২৩	২০০১.৪১
২০২৩-২৪	২১,৯২

এক নজরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয় বিবরণী:

বিবরণ	বরাদ্দকৃত অর্থ (২০২৩-২০২৪)	বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ব্যয়
আবর্তক অনুদান		
বেতন বাবদ সহায়তা	২,০৭,১০,০০০	১,৮২,০৩,৯৮৯
ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১,৮৭,৫৫,০০০	১,৬৬,০০১১৫
পণ্য ও সেবার ব্যবহার	১০,৮০,২৭,০০০	৮,৮৩,১৩,০৬০
পেনশন ও অবসর সহায়তা	৮৪,৩০,০০০	৮২,৪২,০৭৯
বিশেষ অনুদান	৫,০০,০০,০০০	৪,৮২,৫৫,৫২৩
গবেষণা অনুদান	১২,০০,০০০	১১,৪৬,৩৩১
অন্যান্য অনুদান	৪,৩০,০০০	২,১১,৯৮০
যন্ত্রপাতি অনুদান	১,০০৭৩,০০০	১,০০০২,১০৫
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১০,৫০,০০০	৪,৮৭,২৮৫
অন্যান্য মূলধন অনুদান	৫,২৫,০০০	২,৬০,২০৯
সর্বমোট	**২১,৯২,০০,০০০**	**১৯,১৭,২২,৬৭৬**
কথায়	**একুশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র।**	**উনিশ কোটি সতের লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর টাকা মাত্র।**

বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) ২০১৪-১৫ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর

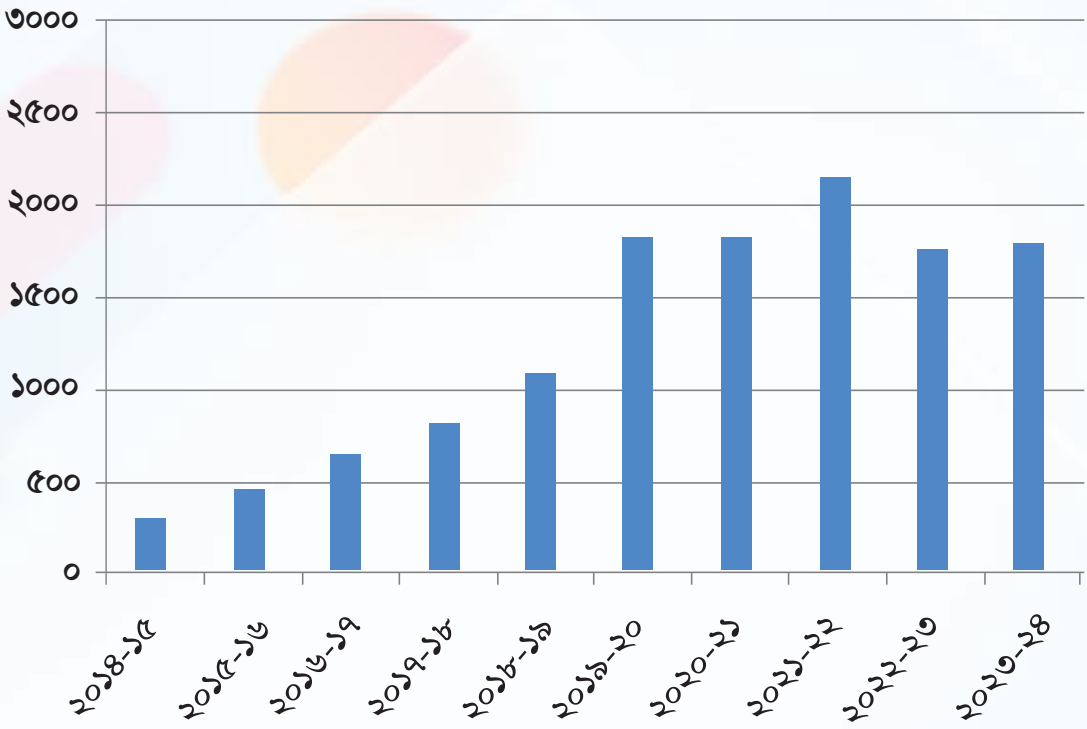

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ২০২৩-২৪ অর্থবছর (জুলাই-জুন)

এক নজরে এপিএ কার্যক্রমের অর্জন-

বিষয়-কার্যক্রম	সংখ্যা
ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী	২৫৩
বিজ্ঞান বিষয়ক সভা, সেমিনার, বক্তৃতামালা ও কর্মশালা	২২৯
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা	৫৬৬
বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড	৫৬৫
বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ, চিত্রাঙ্কন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা	৫৯০
টেলিস্কোপ প্রদর্শনী, অবজারভেটরির মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষণ	১৭৫
জাদুঘরের দর্শক সংখ্যা	১,২৭,৮২৭
প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক জার্নাল ও বই	১০
বিষয়ভিত্তিক লার্নিং সেশন ও সায়েন্স ক্যাম্প	১০

১০টি গ্যালারিতে সমৃদ্ধ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবর্তনের ইতিহাস

অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও বিজ্ঞান চেতনাকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে এবং ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর বাসগুলোতে সর্বমোট ৫১৯টি বিজ্ঞান বিষয়ক ঐতিহাসিক এবং প্রাচীন ও আধুনিক প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে। পৃথক পাঁচটি মিউজিয়াম বাসের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি মিউজিয়াম বাসে ২৪টি করে বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে। এর পাশাপাশি বিজ্ঞান জাদুঘরের সবগুলো গ্যালারিই দুর্লভ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারভিত্তিক যন্ত্রপাতির সংগ্রহশালা। ১০টি বিষয়ভিত্তিক গ্যালারিতে এসব প্রদর্শনীবস্তুসমূহ নিয়মিত প্রদর্শন করা হয়। গ্যালারিগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ১) পদার্থবিজ্ঞান গ্যালারি ২) শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারি ৩) তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারি ৪) জীববিজ্ঞান গ্যালারি ৫) মজার বিজ্ঞান গ্যালারি ৬) মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি ৭) শিশু গ্যালারি ৮) ইনোভেশন গ্যালারি ৯) এভিয়েশন গ্যালারি এবং ১০) জীববৈচিত্র্য গ্যালারি। পরিদর্শনের জন্য প্রচলিত টিকিটের পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য ই-টিকিটের ব্যবস্থা রয়েছে। বিজ্ঞান জাদুঘরের নিয়মিত প্রদর্শনীবস্তুর পাশাপাশি সম্প্রতি নতুন করে যুক্ত হয়েছে-

পিরিয়ডিক টেবিল

পর্যায় সারণি (Periodic table), যা মৌলের পর্যায় সারণি নামেও পরিচিত। এটি রসায়নের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই সারণিতে রাসায়নিক মৌলগুলোকে সুবিন্যস্তভাবে সারি ("পর্যায়") এবং কলাম ("গ্রুপ") আকারে সাজানো থাকে। বিজ্ঞানের অঙ্গনে, বিশেষ করে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যায় এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পর্যায় আইনের একটি চিত্ররূপ হচ্ছে এই পর্যায় সারণি। এই আইনে বলা হয়, মৌলসমূহকে যদি পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে সাজানো হয়, তবে তাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একধরনের নিয়মিত পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। সারণিতে চারটি আয়তাকার অঞ্চল রয়েছে যেগুলোকে ব্লক বলা হয়। একই গ্রুপের মৌলগুলো একই রকম রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। রাশিয়ান রসায়নবিদ দিমিত্রি মেন্ডেলেভ ১৮৬৯ সালে সর্বপ্রথম সর্বজনীনভাবে গৃহীত পর্যায় সারণিটি প্রণয়ন করেন। তিনি পারমাণবিক ভরের ওপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত পর্যায় সারণিটি তৈরি করেন। এটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা রসায়নের জটিল বিষয়গুলোকে সহজভাবে অনুধাবন করতে পারবে।

চিত্র: ভৌতবিজ্ঞান গ্যালারিতে স্থাপিত পর্যায় সারণি

Digital to Binary Conversion System

ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করার জন্য ডেসিমেল নম্বরকে ২ দ্বারা বার বার ভাগ করতে হবে যতক্ষণ না ভাগফল শূন্য হয়। ভাগশেষ বা অবশিষ্টকে উল্টো দিক থেকে পরপর পাশাপাশি সাজিয়ে বাইনারি নম্বর পাওয়া যাবে। এ প্রদর্শনীবস্তুর মাধ্যমে দর্শনার্থীরা সহজেই দশমিক থেকে বাইনারি সংখ্যার রূপান্তর পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

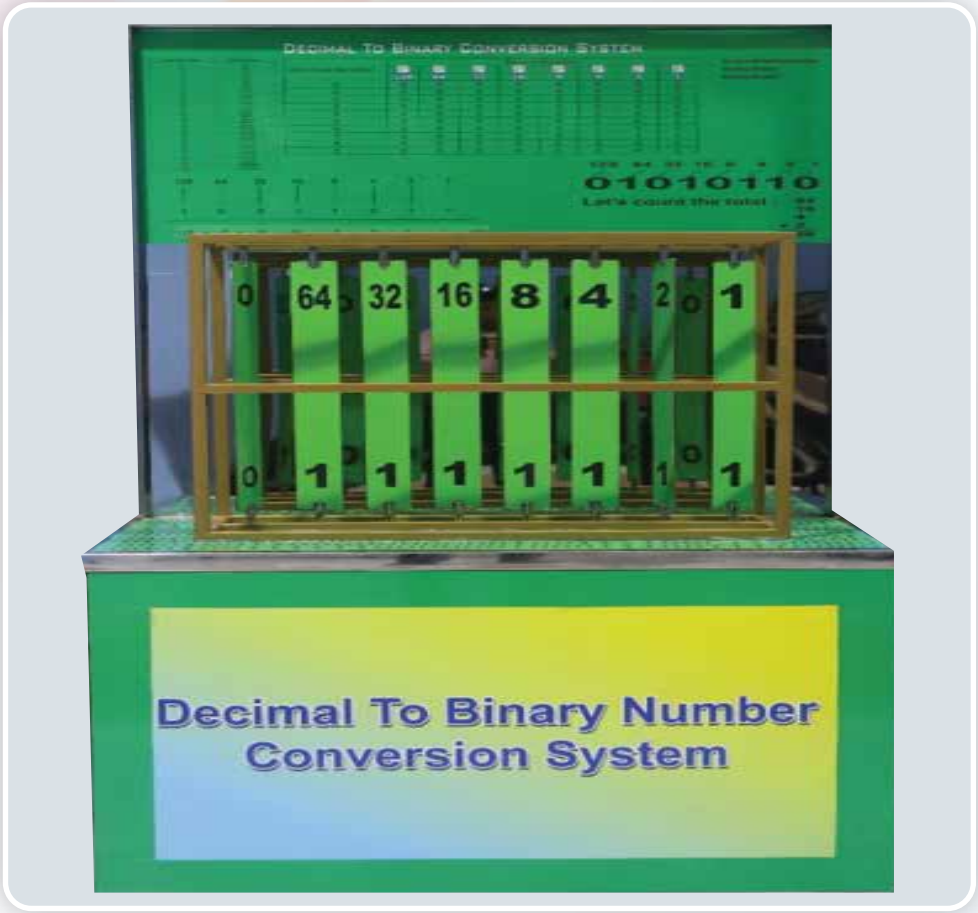

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নৌকার মডেল

নৌকা বা নাও এক ধরনের জলযান যা জাহাজের থেকে ছোট। পৃথিবীর অনেক দেশে নৌকা ক্রীড়া (নৌকা বাইচ) এবং প্রমোদ ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হলেও বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অনেক দেশে নৌকা এখনও স্থানীয় যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম। এছাড়া পণ্য পরিবহনের জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে বর্ষাকালে এর প্রচুর ব্যবহার হয়।

চিত্র: দেশের বিভিন্ন এলাকার নৌকার মডেল

বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটারটি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন

চিত্র: বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার

IBM-1620 দ্বিতীয় প্রজন্মের ডিজিটাল মেইনফ্রেম কম্পিউটার। ১৯৬৪ সালের শেষ চতুর্থাংশে কলোম্বো পান এর আওতায় বাংলাদেশের এই অংশে অর্থাৎ ঢাকায় এটমিক এনার্জি সেন্টারে তদানিন্তন পাকিস্তানের প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার স্থাপিত হয়েছিল। পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও আধাসরকারি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ এই কম্পিউটার থেকে কম্পিউটেশন সুবিধা পেয়েছে। এটিতে ব্যবহৃত হয়েছে ফেরাইট কোর মেমোরী, যার একক ছিল ডেসিমাল ডিজিটাল দশমিক অংক (০-৯)। সেই জন্য এর মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল মাত্র ৬০০০০ ডেসিমাল ডিজিট। একটি দশমিক পদ্ধতির অংক ধারণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ৬টি বিট বা বাইনারি ডিজিট এর মধ্যে ৪টি (০-৯) ধারণ করার জন্য, ১টি parity bit (কম্পিউটারের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য) এবং একটি flag bit (মাত্রা নির্ধারণের জন্য)।

চার্লস-এর সূত্র

চার্লসের সূত্র (আয়তনের সূত্র হিসেবেও পরিচিত) হলো একটি পরীক্ষালব্ধ গ্যাসের সূত্র যা তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্যাসের প্রসারণের ব্যাখ্যা দেয়। চার্লসের সূত্রের একটি আধুনিক বিবৃতি হলো:

স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন গ্যাসটির পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক।

সমীকরণটি দেখায় যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্যাসের আয়তন আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। চার্লসের মূল সূত্র টি হল : স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের উষ্ণতা 1^{o} সেলসিয়াস বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে 0^{o} সেলসিয়াস উষ্ণতায় ওই গ্যাসটির যা আয়তন ছিল তার 1/273 অংশ যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটবে। অর্থাৎ, ধরা যাক, স্থির চাপে ও নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো গ্যাসের $0^{o}C$ উষ্ণতায় আয়তন V এবং উষ্ণতা $t^{o}C$ বৃদ্ধি করলে গ্যাসটির আয়তন হয় V' তাহলে চার্লস এর সূত্রানুযায়ী,

$V'=V(1+t/273)$

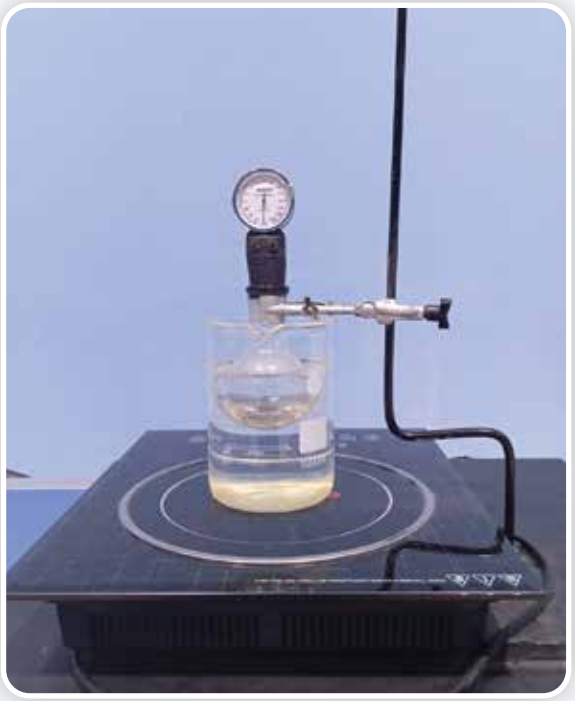

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় ও সমৃদ্ধি সৃষ্টিতে বিজ্ঞান জাদুঘর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে উন্নতির নবতর আঙ্গিকে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে দেশের তরুণ উদ্ভাবক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতি বছর নানা উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিজ্ঞান জাদুঘরের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের শোকেজিংয়ের আয়োজন করা হয়। নবীন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনে পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিজয়ীদের বিশেষ সংবর্ধনাও প্রদান করা হয়।

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের শোকেজিং পরিদর্শন করছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আলী হোসেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বিশ্বমঞ্চে বিজয়ী ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনা প্রদান

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ আবিষ্কার ও অবদানের স্বীকৃতিসূচক পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করে থাকে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে আন্তর্জাতিক জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড (আইজেএসও) ও আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের বিজয়ী সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ বিজয়ীদের এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ২০তম আইজেএসও এবং ২৫তম আইআরও বিজয়ী সদস্যদের এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিজয়ী সদস্যদের উৎসাহিত করতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আলী হোসেন। পাশাপাশি গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক লাফিফা জামাল, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন সেঁজুতি রহমান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মুনির হাসান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদীসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী।

চিত্র: অতিথিদের সাথে ২০তম আইজেএসও এবং ২৫তম আইআরও বিজয়ী শিক্ষার্থীরা

আইজেএসও দলের বিজয়ী সদস্যরা হলো- রাজশাহীর গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ফায়েজ আহমেদ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সিরাজুস সালেকিন সামীন ও ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মনামী জামান। আর ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী তাসলিমা তাসনিম লামিয়া, নটরডেম কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী শুভাশীষ হালদার ও ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাবিল ইসলাম। এছাড়া আইআরও দলের বিজয়ী সদস্যরা হলো- উইলিয়াম কেরি একাডেমির শিক্ষার্থী জাইমা যাহিন ওয়ারা, নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী মাহরুজ মোহাম্মাদ আয়মান, মাস্টারমাইন্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থী নাশীতাত যাইনাহ্ রহমান ও ফাতিন আল হাবীব নাফিস, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজের শিক্ষার্থী প্রপা হালদার, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী মার্জিয়া আফিফা পৃথিবী, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী সামিয়া মেহনাজ, মাইশা সোবহান ও সাদিয়া আক্তার স্বর্ণা, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের শিক্ষার্থী মিসবাহ উদ্দিন ইনান, নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থী মাশকুর মালিক মোস্তফা, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থী মাহির তাজওয়ার চৌধুরী, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী আন নাফিউ ও রুবাইয়্যাত এইচ রহমান, হার্ডকো ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী নামিয়া রউজাত নুবালা ও খন্দকার শামিল মাহাদি বিন খালিদ।

বিজ্ঞান জাদুঘরে ই-টিকেটিং সেবা চালু

চিত্র: ই-টিকেটিং সেবার উদ্বোধন করছেন সংস্থার মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

ই-টিকেটিং হলো ইলেক্ট্রনিক টিকিট বুকিং সেবা। এর মাধ্যমে সাধারণ দর্শনার্থী ও শিক্ষার্থীরা দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে যেকোনো সময় অনলাইনে অনেক সহজে বিজ্ঞান জাদুঘরের টিকেট সংগ্রহ করতে পারবেন। ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ থেকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে সকল দর্শনার্থীদের জন্য ই-টিকেটিং সেবা চালু করা হয়। বিজ্ঞান জাদুঘরের ওয়েবসাইট www.nmst.gov.bd এর 'ই-টিকেট অপশন' থেকে খুব সহজেই এ টিকেট সংগ্রহ করা যাবে। এক্ষেত্রে দর্শনার্থীরা এন্ট্রি টিকেট ছাড়াও চতুর্মাত্রিক মুভি শো, ভিআর এবং টেলিস্কোপ পরিদর্শনের জন্য পূর্বেই অনলাইন থেকে নির্ধারিত ফি পরিশোধের মাধ্যমে টিকেট সংগ্রহ করতে পারবে।

বিজ্ঞান জাদুঘরে ভার্চুয়াল গ্যালারি চালু

সম্প্রতি বিজ্ঞান জাদুঘরের অন্যান্য সেবার সাথে যুক্ত হয়েছে দর্শনার্থীদের জন্য ভার্চুয়াল গ্যালারি প্রদর্শনী। বিজ্ঞান জাদুঘরে সরাসরি ভ্রমণ না করেও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সমৃদ্ধ গ্যালারিগুলো পরিদর্শনের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এ ভার্চুয়াল গ্যালারিতে। বিজ্ঞান জাদুঘরের ওয়েবসাইটে দেয়া লিংক থেকে সরাসরি ভার্চুয়াল গ্যালারিতে প্রবেশ করা যাবে। এখানে ভার্চুয়ালি গ্যালারিগুলো পরিদর্শনের পাশাপাশি প্রদর্শনীবস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা জানার সুযোগ রয়েছে। দর্শনার্থীরা প্রতিটি গ্যালারির প্রদর্শনীবস্তুর সাথে সংযুক্ত ভিউ পয়েন্ট লিংক থেকে উক্ত প্রদর্শনীবস্তুর বিবরণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানতে পারবে।

গোলাপী চাঁদ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন

বিগত ২৪ এপ্রিল, ২০২৪খ্রিঃ রাতের আকাশে চাঁদের রঙ গোলাপী দেখা যায়। মহাজাগতিক এই ঘটনাকে গোলাপী চাঁদ বা পূর্ণিমা বলা হয়। এদিন চাঁদ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বড় ও উজ্জ্বল দেখায়। এই বিশেষ পূর্ণিমাটি মার্চ মাসে চন্দ্রগ্রহণের ঠিক এক মাস পরে ঘটে। গোলাপী পূর্ণিমা পিংক মুন, সুপার মুন এবং প্যাসকেল মুনসহ অনেক নামে পরিচিত। এটি এমন একটি মহাজাগতিক ঘটনা, যখন চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে আসে। যার কারণে এই সময় চাঁদের আকার বড় ও উজ্জ্বল দেখায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভাষ্যমতে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে থাকা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধূলিকণা এবং বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের শক্তির কারণে অনেক সময় চাঁদের রঙের দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা যায়। এ ছাড়া অন্যান্য ধোঁয়া দূষণও পৃথিবীতে

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের ছাদে আয়োজিত গোলাপী চাঁদ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প

আলো পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে আসা আলো তাদের নিজ নিজ তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী অনেক প্রকারে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, যার মধ্যে নীল রঙকে সবচেয়ে দ্রুত বিক্ষিপ্ত হতে দেখা যায়। লাল রং বহু দূরে যায়। এ কারণে, যখন চাঁদকে পৃথিবী থেকে দেখা হয় তখন বাদামী, নীল, হালকা নীল, রূপালি, সোনালী, হালকা হলুদ রঙের দেখায়। আর বিভ্রমের কারণে একে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বড়ও দেখায়। জ্যোতির্বিদ্যার ভাষায় একে রিলে স্ক্যাটারিং বা আলোর বিচ্ছুরণও বলা হয়। এ মহাজাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যা এবং কাছ থেকে চাঁদের অবয়ব সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এদিন বিজ্ঞান জাদুঘরে বিশেষ এক মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেয় রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সর্বসাধারণ।

বিজ্ঞান জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিজ্ঞান নাটিকার আয়োজন

চিত্র: বিজ্ঞান বিষয়ক নাটিকা মঞ্চায়নের একাংশ

বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও প্রসার ছাড়া জাতির অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়। আর বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানকে তৃণমূল থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত খুব সহজভাবে তুলে ধরতে বিজ্ঞানবিষয়ক নাটিকার ভূমিকা অপরিসীম। সে লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয় বিজ্ঞানবিষয়ক নাটিকা। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী, সাধারণ ছাত্র ও জনমানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ তৈরি হয়। এতে মানুষ যেমন বিজ্ঞান সচেতন হয়, তেমনি দূর হয় অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। সম্প্রতি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে খাদ্যে ভেজাল নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক নাটক অনুষ্ঠিত হয়। নাটকটি পরিবেশনায় ছিল শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ। বর্তমান সরকাররের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞান নাটিকা প্রচলন ও আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সচেতনতা তৈরির অংশ হিসেবে এসব নাটিকা আয়োজন করা হয়। এ লক্ষ্যে গত ২৮ এপ্রিল, ২০২৪খ্রিঃ রাজশাহী মহানগরীর "ভোর হলো সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়" এর পরিবেশনায় এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পৃষ্ঠপোষকতায় বায়ুদূষণ বিষয়ক "কালো ছায়া" নামক বিজ্ঞান নাটিকা মঞ্চায়িত হয়। বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত নৈতিকতার অবক্ষয়, দায়িত্বহীনতা, বিলাসিতা, নিদারুণলোভ, প্রাচুর্য বৈভব আর অসম প্রতিযোগিতা এবং চেতনার অবক্ষয়ে জাতি আজ কলুষিত স্রোতে বহমান। ভবিষ্যৎ অননুমেয়। আমূল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। তারই প্রতিফলন ফুটে উঠেছে "কালো ছায়া" নাটকে।

বিজ্ঞান চর্চার উন্মুক্ত প্লাটফর্ম: বিজ্ঞান বক্তৃতা

শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান জাদুঘর দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন করে থাকে। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যে অপার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা' বিকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো এজাতীয় প্রোগ্রাম আয়োজনের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান চর্চার সুযোগ তৈরি করা। বিজ্ঞান জাদুঘর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান বক্তৃতার পাশাপাশি বিজ্ঞান জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে নিবন্ধিত বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর সহায়তায় দেশব্যাপী এসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন

চিত্র: বিজ্ঞান বক্তৃতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা

তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার বিকাশে এবং উদ্ভাবনী চিন্তার উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিয়মিত বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এর অংশ হিসেবে গত (১৫/০৫/২০২৪খ্রিঃ) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'বেশি করে মাছ খাও, আইকিউ সমৃদ্ধ জাতি গড়ো' শীর্ষক এক বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান বক্তৃতায় অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা মাছের নানা পুষ্টি গুণাগুণ এবং খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন প্রকার মাছ রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করে। বিশেষ করে ছোট মাছ মানবদেহের প্রয়োজনীয়

ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করে থাকে। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ছোট মাছ রাখার বিষয়ে মতামত প্রদান করে শিক্ষার্থীরা। এ বিজ্ঞান বক্তৃতায় শিশুদের খাদ্যাভ্যাসের উপর বেশ কিছু চিত্র ফুটে ওঠে। যেমন- বর্তমানে শিশু কিশোরদের মধ্যে মাছ খাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। তরুণদের মধ্যে মাংস বিশেষ করে জাংক ফুড খাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে যা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায়, মাছ খেলে শিশুদের আইকিউ বাড়ে, এমনকি দৃষ্টিশক্তিও বাড়ে। প্রতি ১০০ গ্রাম ছোট মাছে আমিষের পরিমাণ ১৪-১৯ ভাগ থাকে। চিকিৎসকরা শিশুদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও মনোজাগতিক উন্নতির জন্য ছোট মাছ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই শিশুদের খাদ্যাভ্যাসে পিতামাতাকে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে বিজ্ঞান জাদুঘর

ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিজ্ঞান শিক্ষা উৎসাহিতকরণে অনন্য এক প্রচেষ্টা। বিজ্ঞান শিক্ষার সৌরভকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিজ্ঞান জাদুঘর সারাদেশে বছরব্যাপী এ কার্যক্রম পরিচালনা করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০২৩-২৪ ইং সনে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২৫০টি। এ লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে বিজ্ঞান জাদুঘরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২৫৩টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচির আওতায় মিউজিয়াম বাস, মুভিবাস ও মহাকাশ পর্যবেক্ষণ বাস শিক্ষার্থীদের উপভোগের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ বাসগুলোর মাধ্যমে সারা বছর রাজধানীর বাইরে জেলা, উপজেলা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

দেশব্যাপী বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিজ্ঞান শিক্ষার সৌরভ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয় ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় প্রতিনিয়ত এ কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উদ্যোগে ব্যাপকভাবে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এসব কর্মসূচিতে সংস্থার ৪ (চার) টি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণ সমৃদ্ধ মিউজিয়াম বাস, ৩টি ৪ডি মুভি বাস ও ২টি অবজারভেটরি বাস অংশগ্রহণ করে। এছাড়া এ কার্যক্রমের আওতায় টেলিস্কোপ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এসব বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। দেশব্যাপী এ বিজ্ঞান শিক্ষা কর্মসূচি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পুঁথিগত জ্ঞানের সমান্তরালে বিজ্ঞান জাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞানকে শিক্ষণীয় ও আকর্ষণীয়ভাবে উপভোগ্য করে তুলছে, যা' তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ক্রমাগত আকর্ষণ সৃষ্টি করছে। সারাদেশ থেকে প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাদুঘরের এ ভ্রাম্যমাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এ কর্মসূচি আরও সম্প্রসারণ করবে।

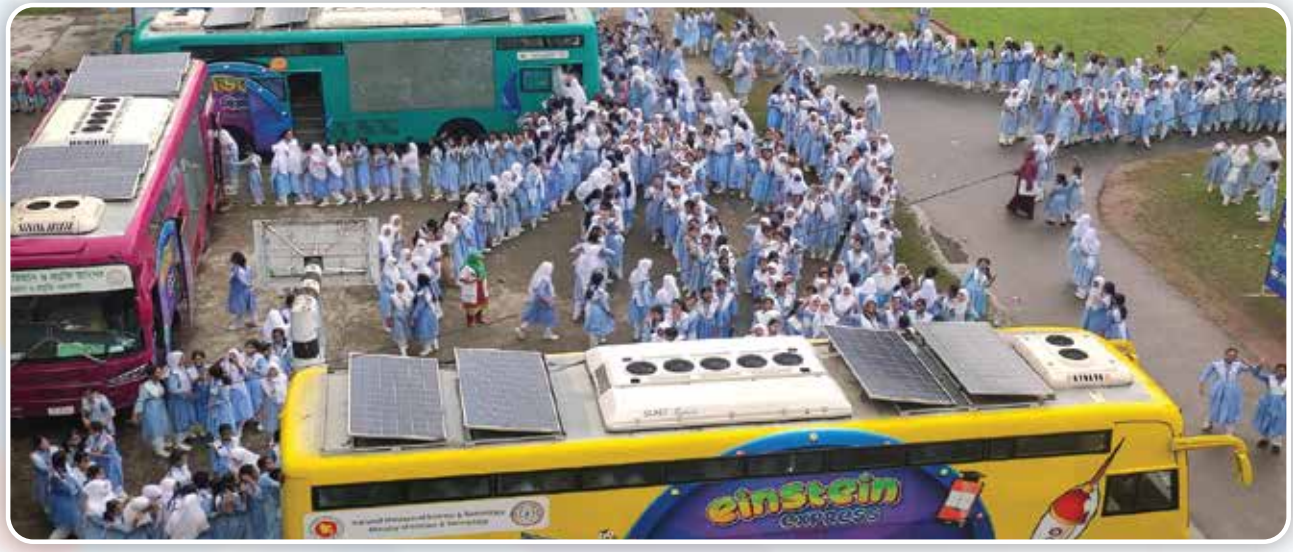

চিত্র: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী

চিত্র: চট্টগ্রামে ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী

মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প আয়োজন

মহাকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রসহ মহাকাশ বিজ্ঞানের অজানা দিক শিক্ষার্থীদের কাছে উন্মোচিত করা হয়। এ কর্মসূচির লক্ষ্য, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্থবিরতা দূর করে সৃজনশীলতা তৈরি করা এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা। বর্ণিত অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৭৫টি টেলিস্কোপ প্রদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

বরগুনায় মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প

চিত্র: বরগুনায় মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পে প্রদর্শনী কার্যক্রমে দর্শনার্থীরা

বরগুনা সায়েন্স সোসাইটির (বিএসএস) উদ্যোগে এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ও বরগুনা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় গত ২১ ও ২২ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি. তারিখে বরগুনায় এ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ১০ জন সদস্যের একটি দল বৃহৎ পরিসরে আয়োজিত এ "৩য় মহাকাশ ক্যাম্প" উপলক্ষ্যে বরগুনা জেলার পৌর মসজিদ প্রাঙ্গণে এক ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে এবং ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী শেষে সন্ধ্যায় বিজ্ঞান জাদুঘরের শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে সকলের জন্য মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। শহরের আল-মিজান শপিং কমপ্লেক্সের ১০তলা ভবনের ছাদে স্থাপন করা হয় ২টি টেলিস্কোপ। বিপুল সমারোহে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বরগুনার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। বিজ্ঞান জাদুঘরের ব্যবস্থাপনায় দুইদিনব্যাপী এ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন বরগুনা জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, তরুণ বিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও পার্শ্ববর্তী স্কুল-কলেজের প্রায় ১৫০০ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থী। এ কর্মসূচির সাথে আরও আয়োজন করা হয় রোবট প্রদর্শনী এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় মহাকাশ অলিম্পিয়াড। বরগুনা সায়েন্স সোসাইটি ও বরগুনা জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ঠাকুরগাঁওয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প

শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের মধ্যে মহাকাশের অপার রহস্যঘেরা জগৎ সম্পর্কে ধারণা দিতে এবং দূর আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র কাছ থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ১৮ ও ১৯ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি. তারিখে ঠাকুরগাঁওয়ে এক মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান জাদুঘরের ব্যবস্থাপনায় দুইদিনব্যাপী এ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন ঠাকুরগাঁও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, তরুণ বিজ্ঞানী, গবেষক ও পার্শ্ববর্তী স্কুল-কলেজের প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী। ১৮ এপ্রিল, ২০২৪খ্রি. তারিখে সন্ধ্যায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার 'একতা প্রতিবন্ধী লাবলী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফাউন্ডেশন পাঠাগার' প্রাঙ্গণে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান জাদুঘরের শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে এদিন সকলের জন্য মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে স্কুলের পাঁচ শতাধিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ মানুষ। পরবর্তীতে ১৯ এপ্রিল, ২০২৪খ্রি. তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এদিন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশের বৃহস্পতি গ্রহ, চাঁদ এবং প্রক্সিমা সেন্টরাইসহ বিভিন্ন নক্ষত্র কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে।

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করছে শিক্ষার্থীরা

মহাকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রসহ মহাকাশ বিজ্ঞানের অজানা দিক শিক্ষার্থীদের কাছে উন্মোচিত করা হয়। এ কর্মসূচির লক্ষ্য, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্থবিরতা দূর করে সৃজনশীলতা তৈরি করা এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করে প্রযুক্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা।

একনজরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ

১৯৭৮ সাল থেকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান মেলা দু'টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়।

ক) আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলা ও জেলা কেন্দ্রে এবং

খ) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ঢাকায়

আঞ্চলিক পর্যায়ের অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞান মেলা

আঞ্চলিক পর্যায়ের অনুষ্ঠানে জেলায় অবস্থিত সকল উপজেলা/থানার হাইস্কুল/মাদ্রাসা, সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা জুনিয়র গ্রুপে, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সিনিয়র গ্রুপে এবং বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মীগণ ও উদ্ভাবনে আগ্রহী অপেশাদার ব্যক্তিবর্গ বিশেষ গ্রুপে প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে থাকে। উপজেলায় নির্বাচিতদেরকে নিয়ে জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞান মেলা

জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় প্রতিটি কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী জুনিয়র, সিনিয়র ও বিশেষ গ্রুপের ১ম স্থান অধিকারকারী প্রতিযোগীর উদ্ভাবিত ও উপস্থাপিত প্রকল্প ঢাকায় কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অলিম্পিয়াড

২০১৭ সাল থেকে জাতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক অলিম্পিয়াডের আয়োজন হয়ে আসছে। এই বিজ্ঞান বিষয়ক অলিম্পিয়াড সর্বমোট ৩টি পর্যায়ে আয়োজিত হয়।

ক) আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলা কেন্দ্রে

খ) জেলা পর্যায়ে প্রতিটি জেলা কেন্দ্রে

গ) কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায়।

ক) আঞ্চলিক পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অলিম্পিয়াড আয়োজন

আঞ্চলিক পর্যায়ে আয়োজিত অলিম্পিয়াডে জেলার সকল উপজেলা/থানার উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে জুনিয়র ও সিনিয়র গ্রুপে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

খ) জেলা পর্যায়ে আয়োজন

উপজেলা পর্যায়ে জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় গ্রুপে বিজয়ী প্রথম ৫ জন করে প্রতিটি উপজেলা থেকে প্রতিযোগীরা জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত হয়।

গ) কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায়

প্রতিটি জেলাকেন্দ্র হতে জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় গ্রুপে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারী সর্বমোট ২৫৬ জন প্রতিযোগী কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কুইজ

২০১৭ সাল থেকে জাতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়ে আসছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা ৪টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়।

(ক) আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলা কেন্দ্রে

(খ) জেলা পর্যায়ে প্রতিটি জেলা কেন্দ্রে

(গ) বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগীয় কেন্দ্রে

(ঘ) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ঢাকায়

ক) আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলা কেন্দ্রে

আঞ্চলিক পর্যায়ে আয়োজিত প্রতিটি জেলার সকল উপজেলা/থানার উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা অথবা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে এককভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ী প্রথম তিন জনের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল উপজেলা পর্যায়ে গঠিত অন্যান্য দলের সাথে প্রতিযোগিতা করে।

খ) জেলা পর্যায়ে কুইজ আয়োজন

আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলা হতে বিজয়ী প্রথম পাঁচটি দল নিয়ে জেলা পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

গ) বিভাগীয় পর্যায়ে কুইজ আয়োজন

প্রতিটি জেলা হতে বিজয়ী প্রথম পাঁচটি দল বিভাগীয় পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

ঘ) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ঢাকায়

বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগ থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান তিনটি দল কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়।

৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন

২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় দেশজুড়ে উদ্‌যাপিত হয় ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ। সমগ্র দেশে উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের আলোকজ্জ্বল এ আয়োজনের মধ্যে ছিল বিজ্ঞান মেলা তথা প্রকল্প প্রদর্শনী, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা। বিজ্ঞান বিষয়ক দেশের এ বৃহত্তম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রায় ৪ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। শিশু কিশোর ও তরুণ শিক্ষার্থীদের হৃদয়মূলে বিজ্ঞান চেতনা অংকুরিত করাই এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য।

বিজ্ঞান মেলা

দেশজুড়ে উদ্‌যাপিত হয় ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ। এ আয়োজনে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। উপজেলা পর্যায়ের বিজয়ী শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ের বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। প্রকল্প উপস্থাপনায় জেলা পর্যায়ে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে জুনিয়র, সিনিয়র ও বিশেষ গ্রুপের প্রথম স্থান অর্জনকারী প্রতিযোগীরা ঢাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিজ্ঞান মেলা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬৫টি। এ কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ৫৬৬টি বিজ্ঞান মেলার আয়োজন সম্পন্ন করে।

চিত্র: লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মেলার প্রকল্প উপস্থাপন

চিত্র: নরসিংদী জেলায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আলী হোসেন

বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

দেশজুড়ে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে এবং জেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে অংশগ্রহণ করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬৫ টি। দেশব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক ৫৬৬ টি বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয় ।

বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা

দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের জাতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ে এবং পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৭০ টি। দেশব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক ৫৯০ টি বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় ।

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন (১১-১২ জুন, ২০২৪)

দেশের তরুণ সমাজ তথা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত ও সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার প্রস্ফুটন ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন বাস্তব ধারণা দিয়ে সর্বস্তরে বিজ্ঞান অনুরাগ ও বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ'র আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান অনুরাগীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশজুড়ে আয়োজিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিজয়ী হয়ে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় জুনিয়র, সিনিয়র ও বিশেষ গ্রুপে অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতি গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়সহ মোট আট জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে যাতায়াত ভাতা, স্বাস্থ্যসম্মত আপ্যায়ন এবং সার্টিফিকেটসহ বিজ্ঞান জাদুঘরের আকর্ষণীয় স্মারক উপহার প্রদান করা হয়।

৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ'এর প্রকল্প মূল্যায়ন-

জুনিয়র গ্রুপ

স্থান	প্রকল্পের নাম	জেলার নাম	প্রতিযোগীর নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রথম	Robotics System	নীলফামারী	মোঃ মুতাছিম বিল্লাহ	শরিফাবাদ স্কুল এন্ড কলেজ, নীলফামারী
দ্বিতীয়	Artificial Intelligence	চট্টগ্রাম	মাহির আসিফ মাহিন	দারুল ইসলাহ একাডেমী, জয়পুরহাট।
তৃতীয়	AI Robot Thombro	সিলেট	Md. Washiun Alim	Sylhet Govt. Pilot High School
বিশেষ (১)	Myoelectric Pathetic bionic Hand	ঢাকা	শায়ার হোসাইন	বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ
বিশেষ (২)	দি মেডিকেল রোবট	কিশোরগঞ্জ	আন নাফি	কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
বিশেষ (৩)	স্মার্ট মাল্টি পারপাস ড্রোন	কুষ্টিয়া	কাজী নাশীদ হাসান রাতুল	কুমারখালী মথুরাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়
বিশেষ (৪)	পর্যবেক্ষণ বিমান	ময়মনসিংহ	মোঃ আব্দুল্লাহ আল টিটু	উচাখিলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
বিশেষ (৫)	One Stop	বগুড়া	মোস্তাক শাহরিয়ার ও সাবিলুর রহমান	বগুড়া জেলা স্কুল

সিনিয়র গ্রুপ

স্থান	প্রকল্পের নাম	জেলার নাম	প্রতিযোগীর নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রথম	Farming With Big Data	কুমিল্লা	সাদমান সাকিব মাহি	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা
দ্বিতীয়	Artificial Photosynthesis	রাজশাহী	মো: ত্বাসীন ইমরোজ ও আব্দুল্লাহ আল বাশার	রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
তৃতীয়	Future of IoT and Automation	Gazipur	Md. Imtiaz Ahmed Nahid	Gazipur Cantonment Public School and College
বিশেষ (১)	Universal Pico Upgraded Version	জয়পুরহাট	পলাশ মন্ডল ও আহসান হাবীব	সরকারি ছাইদ আলতাফুন্নেছা কলেজ
বিশেষ (২)	Footstep Solar hybrid	নওগাঁ	পার্থ দাস	নওগাঁ সরকারি কলেজ
বিশেষ (৩)	স্মার্ট বাংলাদেশের প্রয়োজন নিরাপদ ভ্রমণ	সিরাজগঞ্জ	মোস্তাক তাহমিদ	সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ
বিশেষ (৪)	ভেহিক্যাল এক্সিডেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম	নরসিংদী	আল আদেল	নরসিংদী ইনডিপেন্ডেন্ট কলেজ
বিশেষ (৫)	Our Child's Education Management App	মেহেরপুর	মোঃ জিহাদ হোসেন	মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ

বিশেষ গ্রুপ

স্থান	প্রকল্পের নাম	জেলার নাম	প্রতিযোগীর নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রথম	AI Unmanned Aerial Vehicle (Octocopter Drone)	নরসিংদী	রাফি হোসাইন	নরসিংদী সাইন্স এন্ড রোবটিক্স ল্যাব, নরসিংদী
দ্বিতীয়	Design & Implementation of a Voice Based Automated Medicine Reminder Box with IoT Patient Health Monitoring for Old People & Hospital.	চট্টগ্রাম	হাবিবুর রহমান সিরাজী ও তাহমিদ বিন জামাল	Esin E Tech Solution, চট্টগ্রাম
তৃতীয়	আধুনিক কৃষি যন্ত্র	পাবনা	মোঃ মেহেদী হাসান	পাবনা লগিক অটোমেশন পাবনা
বিশেষ (১)	তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট রোধে প্রযুক্তির ব্যবহার	রাঙামাটি	শান্ত পাল	ঘাগরা বিজ্ঞান ক্লাব
বিশেষ (২)	Sign Language Detector	বগুড়া	আল আরমান অভি এবং মোঃ তৌফিক আহম্মেদ	পুদ্রু ইউনিভার্সিটি
বিশেষ (৩)	স্মার্ট বাংলাদেশের প্রয়োজন নিরাপদ ভ্রমণ	সিরাজগঞ্জ	নাবিল	ফোটন বিজ্ঞান ক্লাব, নিয়াজ মুহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়
বিশেষ (৪)	ভেহিক্যাল এক্সিডেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম	নরসিংদী	মোঃ রাফি ইসলাম লিমন	বর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব
বিশেষ (৫)	Our Child's Education Management App	মেহেরপুর	আল ইমরান	সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ

৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার কিছু আলোকচিত্র-

চিত্র: কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান মেলায় সিনিয়র গ্রুপের প্রকল্প পরিদর্শন করছেন বিজ্ঞান জাদুঘরের পরিচালক মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম

চিত্র: বিজ্ঞান মেলায় জুনিয়র গ্রুপে প্রকল্প প্রদর্শন করছে যশোর জেলার প্রতিযোগীরা

চিত্র: বিজ্ঞান মেলায় বিশেষ গ্রুপে প্রকল্প প্রদর্শন করছে নরসিংদী জেলার উদ্ভাবকবৃন্দ

৮ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা উপজেলা, জেলা পর্যায়ে জুনিয়র ও সিনিয়র গ্রুপে বিজয়ী হয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৮ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে জুনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করে খুলনা জেলা স্কুলের শিক্ষার্থী মোঃ নাজিব মাহমুদ এবং সিনিয়র গ্রুপ প্রথম স্থান অধিকার করে নারায়নগঞ্জের নারায়নগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী ফাতেমা মারিয়া।

চিত্র: ৮ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকৃত শিক্ষার্থীরা

৮ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে বিজয়ীদের তালিকা

জুনিয়র গ্রুপ

নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	জেলা	মেধাক্রম
মোঃ নাজীব মাহমুদ	খুলনা জেলা স্কুল, খুলনা	খুলনা	প্রথম
মোঃ নুরুজ্জামান খান	হাজীগঞ্জ সরকারী মডেল পাইলট হাই স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর	চাঁদপুর	দ্বিতীয়
আব্দুল্লাহ আল সাজিদ	হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	তৃতীয়
মোঃ ফারহান মাহাদী উল আলম	নর্থল্যান্ড মডেল স্কুল, লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	চতুর্থ
সাদমান আলীম নির্ঝর	পাবনা জেলা স্কুল, পাবনা	পাবনা	পঞ্চম

জুনিয়র গ্রুপ

নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	জেলা	মেধাক্রম
ফাতেমা মারিয়া	নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ	নারায়ণগঞ্জ	প্রথম
তাসনীম তাবাসসুম	সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ	সিরাজগঞ্জ	দ্বিতীয়
মোঃ ওমর ফারহান	ভোলা সরকারি কলেজ	ভোলা	তৃতীয়
তাসলিমা তাসনিম লামিয়া	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ	কুমিল্লা	চতুর্থ
লাবিবা তাসনিম	গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ	গাজীপুর	পঞ্চম

চিত্র: ৮ম জাতীয় অলিম্পিয়াড বিজয়ী শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আলী হোসেন

৮ম জাতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপজেলা জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী হয়ে জাতীয় পর্যায়ে ৮ম বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দেশের আট বিভাগ থেকে মোট ২৪টি দল জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে খুলনা জেলা স্কুল, খুলনা।

চিত্র: বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউন্ডে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

চিত্র: কুইজ প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারী খুলনা জেলা স্কুল ও পাবনা জেলা স্কুলের শিক্ষার্থীদের দল

৮ম বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের তালিকা

মেধাক্রম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	জেলা	শিক্ষার্থীদের নাম
প্রথম	খুলনা জেলা স্কুল	খুলনা	মোঃ নাজীব মাহমুদ, এস. এম. তাওহীদ রেজা আসিফ ও অর্নব সাহা
দ্বিতীয়	পাবনা জেলা স্কুল	পাবনা	নাবিল হাসান, সাদমান আলমি নির্ঝর ও নাজমুল হুদা
তৃতীয়	তিলকপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জয়পুরহাট	মোছা: ইশরাত জাহান ইশা, মোছা: নুসরাত জাহান তিশা ও মোঃ সাজিদ মাহমুদ

চিত্র: বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আলী হোসেন

শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র বিজ্ঞান জাদুঘর

বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গড়ার ব্রত নিয়ে পথচলা জাতীয় এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান বান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে উন্নত বিশ্বের বিজ্ঞান জাদুঘরের আঙ্গিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করছে। এছাড়া এখানে বিজ্ঞান বান্ধব পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি কৌতূহলোদ্দীপক চেতনা সৃজনে বিজ্ঞান বিষয়ক অত্যাধুনিক প্রদর্শনী বস্তু সংযোজন করা হচ্ছে, যা' এ কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শনকারী একদল শিক্ষার্থী

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি পরিদর্শনে আগত শিক্ষার্থীদের একাংশ

বিপিএটিসি'র সিনিয়র স্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন

চিত্র: বিপিএটিসি'র সিনিয়র স্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) এর ১০৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দ গত ২৪.০৮.২০২৩খ্রি. তারিখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা সকলেই ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সমপর্যায়ের কর্মকর্তা। এ উপলক্ষ্যে 'Green life Style by Science and Technology' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বক্তারা জ্বালানীর অপব্যবহার রোধ, বৈদ্যুতিক বাতির অপচয়রোধ, প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জন, থ্রি আর নীতি বাস্তবায়ন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ইত্যাদির ওপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান জাদুঘরের ছাতা বিতরণ

তীব্র দাবদাহ (Heatwave) পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পক্ষ থেকে ছাতা বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। বিজ্ঞান জাদুঘরের কর্মকর্তাবৃন্দ গত মে, ২০২৪-এ ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, রংপুর, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, যশোর ও নরসিংদী'র প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা ও এতিমখানার দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫ হাজার ছাতা বিতরণ কার্যক্রমে

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের বিতরণকৃত ছাতা হাতে শিক্ষার্থীরা

অংশগ্রহণ করেছেন। চীন থেকে আমদানীকৃত এ ছাতা প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ছাতা বিতরণকালে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিবেশসম্মত জীবনযাপন নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতারও আয়োজন করা হয়।

৬ বিজ্ঞান ক্লাবকে ৭ লক্ষাধিক টাকা অনুদান

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনীমূলক কাজ : বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য ৬টি বিজ্ঞান ক্লাবকে ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অনুদানের চেক প্রদান করা হয়েছে। এসব বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিনিধিদের কাছে চেক হস্তান্তর করেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী। এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাবকে বিজ্ঞান বিষয়ক ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স সোসাইটিকে 'দেশীয় গবেষণায় ক্যারিয়ার উৎসব-২০২৪' উদ্‌যাপনের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, বরগুনা সায়েন্স সোসাইটিকে বরগুনায় বৃহৎ পরিসরে মহাকাশ ক্যাম্প আয়োজন ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজনের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, বুয়েট রোবটিক্স সোসাইটিকে 'রোবো কার্নিভাল-২০২৪'

চিত্র: বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন মহাপরিচালক মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী

আয়োজনের জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগকে 'আন্তর্জাতিক বায়োটেকনোলজি কনফারেন্স-২০২৪' আয়োজনের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে বছরের বিভিন্ন সময়ে দেশের বিজ্ঞানসেবী সংগঠনগুলোর উদ্ভাবনী কাজে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে থাকে বিজ্ঞান জাদুঘর। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মকান্ডে যুক্ত করার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা' বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিজ্ঞান চেতনার প্রসার। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সকল কার্যক্রমের সাথে এ বিষয়টির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও আলোচনা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান বিষয়ক সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসনের ও বিজ্ঞান জাদুঘরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞান ক্লাবের সহায়তায় এ সকল সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশব্যাপী ২২৫টি বিজ্ঞান সভা ও সেমিনার করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বিজ্ঞান জাদুঘরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২২৯টি বিজ্ঞান সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিজ্ঞান জাদুঘরের নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এসব সেমিনার ও কর্মশালার প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নরূপ:

- সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস;
- নৌ-নিরাপত্তায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ
- কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ
- পরমাণু বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনে বিশেষ সেমিনার
- ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নাগরিকদের কর্তব্য
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ৪র্থ শিল্প বিপবের ভূমিকা
- আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার
- পরিবেশ আইন মান্যতা: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- সড়ক উন্নয়ন অভিযাত্রায় আধুনিক বাংলাদেশ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা
- সবুজ ও নির্মল জ্বালানি: টেকসই বাংলাদেশ
- দুর্নীতি দমনে- বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও নৈতিকতা
- শিশু কিশোরদের জন্য বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস
- জীববৈচিত্র্য রক্ষায় করণীয় সম্পর্কে সেমিনার
- Green Life Style by Science and Technology
- Transforming Society by Robotics Technology

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন নিয়ে সেমিনার

বিজ্ঞান জাদুঘর সাধারণ দর্শনার্থী ও শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি প্রেরণা সৃষ্টির পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে জীবনঘনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে সভা-সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। সুস্থ থাকার জন্য সুষম খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস আমাদের জীবনে অতীব জরুরী অংশ। এ বিষয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা শিশু কিশোরদের খাদ্যাভ্যাসে

চিত্র: সেমিনারে আলোচনা করছেন মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সেমিনারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা ও সাধারণ নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়: "স্বাস্থ্য সচেতনতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা" নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজধানীর নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

নৌনিরাপত্তায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে গুরুত্বারোপ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে নৌ-নিরাপত্তায় প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সমুদ্রে জাহাজ জলাচলের সময়কালীন করণীয় বিভিন্ন বিষয় সেমিনারের আলোচনায় উঠে আসে। যেমন- ঝড়ের সংকেত জানার জন্য প্রতিটি নৌযানে রেডিও কন্ট্রোল সামগ্রীর ব্যবহার অপরিহার্য।

চিত্র: সংস্থার গাংচিল মিলনায়তনে নৌ-নিরাপত্তায় প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক সেমিনার

জাহাজ চলাচলকালে পানির গভীরতা তাৎক্ষণিক অবহিত হবার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ডিভাইস নৌযানে থাকতে হবে। ডুবোচরের অবস্থান সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সংকেত প্রাপ্তির প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। ঘন কুয়াশায় নৌযানের ফগ্‌লাইট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। তেল চুরিসহ নৌযানের অপরাধ রোধে 'ভ্যাসেল ট্র্যাকিং সিস্টেম' থাকতে হবে। নৌযান থেকে নদীতে বা সাগরে বর্জ্য ফেলা বন্ধে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কঠোর মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে। কোন নৌযান থেকে বর্জ্য ফেলা হলো, তা ধরতে তাৎক্ষণিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। ঝড়ের সংকেত পাওয়া মাত্র নৌযানগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে আনতে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সেমিনারে প্রকৌশলীরা নৌ-নিরাপত্তা সংক্রান্ত উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে সেমিনার

আমাদের দেশে বর্ষাকালে ও এর পরবর্তী সময়গুলোতে ডেঙ্গুর প্রকোপ ভয়াবহভাবে বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে

চিত্র: ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার

এর মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ আমাদের নিজেদের কিছুটা সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ এরূপ কঠিন পরিস্থিতিকে অনেকটাই সহজ করে দিতে পারে। ডেঙ্গু প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে নাগরিক হিসেবে নিজ নিজ জীবনাচরণে কঠোর অনুশাসন ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সেমিনারে আলোচনা করা হয়। সভা সেমিনারে পরিবেশবাদীরা যত বড়ই বক্তৃতা দিক না কেন, নাগরিক হিসেবে নিজেরা মাঠে নেমে পরিবেশ সুরক্ষায় তৎপর না হলে এককভাবে কোন কর্তৃপক্ষের পক্ষে ডেঙ্গু নির্মূল সম্ভব নয়। তাই জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করাই এজাতীয় সেমিনারের অন্যতম লক্ষ্য।

পরমাণু বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনে বিশেষ সেমিনার

বিজ্ঞান জাদুঘর শুধুমাত্র প্রদর্শনীর জন্য নয়। ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বর্তমানে বিজ্ঞান জাদুঘর নানামুখী কার্যক্রমের বিস্তার ঘটিয়েছে। এ কার্যক্রমকে আরও সমৃদ্ধ ও জনবান্ধব করতে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিজ্ঞান জাদুঘরে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান জাদুঘরে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের

চিত্র: পরমাণু বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জনে বিশেষ সেমিনারে আগত অতিথিবৃন্দ

ঐতিহাসিক প্রদর্শনীবস্তু থাকবে না, এতে বিজ্ঞানের আধুনিক উদ্ভাবনও অন্তর্ভূক্ত করা হবে। সে লক্ষ্যে পাবনার রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের যে মহাকর্মযজ্ঞ চলছে এবং যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে তরুণ বিজ্ঞানী ও শিক্ষার্থীদের সমসাময়িক ধারণা দেওয়ার জন্য একটি পরমাণু বিজ্ঞান কর্ণার স্থাপন সময়ের দাবী। বিজ্ঞান জাদুঘরে আয়োজিত এ সেমিনারে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান জাদুঘরের কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কে দর্শনার্থীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরের যে প্রয়াস তা' আরও বিস্তৃত পরিসরে সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে সেই আশাবাদও ব্যক্ত করেন সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় করণীয় সম্পর্কে সেমিনার

জীববৈচিত্র্য হলো উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবসহ পৃথিবীর গোটা জীবসম্ভার, তাদের অন্তর্গত জীন এবং সেগুলির সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্র। এখানে একে অন্যের পরিপূরক। জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় সকলের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বিজ্ঞান জাদুঘরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারী ও তরুণ বিজ্ঞানীদের নিয়ে এক অংশীজনের সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত সেমিনারে অংশগ্রহণোকারী কর্মকর্তাদের একাংশ

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে শিক্ষকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষকদের যথাযথ ভূমিকার অভাবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করা যাচ্ছে না। এজন্য শুধু আনুষ্ঠানিক সভা, সেমিনার নয়, লাগসই প্রযুক্তি দিয়ে দেশের উন্নতি করতে হবে। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ নেয়ামুল নাসের। অনুষ্ঠানে তরুণ বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকরা তাদের উদ্ভাবন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

'দুর্নীতি দমনে-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নৈতিকতা' বিষয়ে সেমিনার

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিজ্ঞান চেতনার প্রসার। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সব কার্যক্রমের সঙ্গে এ বিষয়টির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার ও আলোচনা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রচেষ্টায় প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানবিষয়ক সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিপিএটিসি-এর সপ্তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অন্তর্গত নিবন্ধন অধিদপ্তরের ৩৫ জন সাব রেজিস্ট্রার বিজ্ঞান জাদুঘর সফরে আসলে তাঁদের জন্য 'ভূমি রেজিস্ট্রেশনে দুর্নীতি প্রতিরোধ: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নৈতিকতা' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের সেমিনারে অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন অধিদপ্তরের সাব রেজিস্ট্রারগণ

শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিয়ে সেমিনার

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বলতে সেই ধরনের খাদ্যাভ্যাসকে বোঝায় যা সামগ্রিকভাবে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে বা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস দেহে অত্যাবশ্যক পুষ্টি যেমন তরল, বৃহৎ পুষ্টি উপাদানসমূহ, অণু উপাদানসমূহ এবং পর্যাপ্ত খাদ্য শক্তির যোগান দেয়। এজন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। 'শিশু-কিশোরদের খাদ্যাভ্যাস: বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শেখ মাহতাবুদ্দীন। শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিঁনি মানুষের খাদ্য গ্রহণ থেকে শুরু করে পরিপাকতন্ত্রের যাবতীয় কার্যক্রম এবং খাদ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে আমাদের শরীরে এর প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন।

চিত্র: সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থীবৃন্দ

সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থীবৃন্দ। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পরিচালক মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম।

সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে 'পরিবেশ আইন মান্যতা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' শীর্ষক এক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন জাতীয় আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশাসনসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ৪০ জন কর্মকর্তা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিজ্ঞান জাদুঘরের পরিচালক মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম।

চিত্র: পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

সেমিনারে পরিবেশ সুরক্ষায় সকলকে দায়িত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য আহবান জানানো হয়। কারণ পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে আমরা সচেতন না হলে আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা বিষয়ক সেমিনার

চিত্র: ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান জাদুঘরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর আওতায় গত ১৫ মে, ২০২৪ খ্রি তারিখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে বিজ্ঞান জাদুঘরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ বা ৪ আই আর হচ্ছে আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্বয়ংক্রিয়করণ, উন্নত যোগাযোগ এবং স্বপর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমস্যার বিশ্লেষণ এবং নিরুপণ করতে সক্ষম স্মার্ট মেশিন তৈরি করার জন্য বড় আকারে মেশিন-টু-মেশিন যোগাযোগ (এমটুএম) এবং ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) কে সংযুক্ত করা হয়'। এসবের কারণে বাস্তব আর ভার্চুয়াল জগৎ একাকার হতে শুরু করেছে। শোয়াবের ভাষায় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার একত্রিত বা একীভূত করে এবং বায়োলজির পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করে উৎপাদন পদ্ধতিতে এবং প্রযুক্তিতে স্বয়ংক্রিয়করণ এবং তথ্য আদান-প্রদানের প্রচলনই হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

প্রশিক্ষণ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মোক্ষম অস্ত্র যা মানবসম্পদ উন্নয়নে এক বিশেষ এবং কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। ছোট বড় সকল প্রতিষ্ঠানেই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত শিক্ষার পাশাপাশি সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মী তৈরিতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞান জাদুঘরের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো-

- তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা
- 'ডি -নথি ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচিত করতে পারে। কর্মীদের মধ্যে দক্ষতা, জ্ঞান ও কাজ করার স্পৃহা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে যেকোন প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন করা সহজ হয়। প্রশিক্ষণ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে থাকে। ছোট-বড় সব প্রতিষ্ঠানেই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

চিত্র: প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত শিক্ষার পাশাপাশি সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে যথেষ্ট সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর্মীদের পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞান জাদুঘরের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এর অংশ হিসেবে সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রশিক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন প্রকার অভিযোগের কারণ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। একই সাথে জিআরএস (Grievance Redress System) সফটওয়্যারের ব্যবহার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে যেকোনো সরকারি অফিসে অভিযোগ প্রদান এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জিআরএস সফটওয়্যার একটি সহজ এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা। এ বিষয়ে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে এজাতীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

লার্নিং সেশন

বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তির আওতায় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক লার্নিং সেশনের আয়োজন করা হয়। দক্ষ প্রশিক্ষকগণ এ প্রশিক্ষণে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞাসার সুচারু জবাব প্রদান করেন।

চিত্র: ৩১ জুলাই, ২০২৩খ্রিঃ তারিখে OSDG-9: Fostering Science and Technology প্রদর্শনীবস্তুর উপস্থাপন এবং দর্শক বান্ধব আচরণ' শীর্ষক লার্নিং সেশন

চিত্র: ৬ মে, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত 'সাইবার সিকিউরিটি ও ভবিষ্যতের বাংলাদেশ' শীর্ষক লার্নিং সেশন

অংশীজনের সভা

অংশীজনের সভার মাধ্যমে বিজ্ঞান জাদুঘরের সেবা গ্রহীতাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। অংশীজনের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে বিজ্ঞান জাদুঘর তার কার্যক্রমে নতুনত্ব আনয়ন করছে প্রতিনিয়ত। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে কার্যক্রমের সামঞ্জস্যতা বিধান করা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করা সহজ হয়।

চিত্র: অংশীজনের সভায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ

উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় নতুনত্ব

প্রশান্ত সরোবর ও সবুজ ছাতা আধুনিকায়ন

বিজ্ঞান জাদুঘরের সবুজে ঘেরা লন চত্বরে স্থাপিত কৃত্রিম টিলা ও ঝর্ণাধারা নবতর আঙ্গিকে সজ্জিত করে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। দর্শনার্থীরা এখানে বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতিক আবহ উপভোগ করতে পারবেন।

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের সবুজ লনে নবসাজে সজ্জিত প্রশান্ত সরোবর

সবুজ লনে শিশুদের জন্য খেলার উপকরণ স্থাপন

শিশুদের বিনোদনের জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরে রয়েছে বিভিন্ন উপকরণ। জাদুঘরের অভ্যন্তরে পৃথক শিশু কর্নার ছাড়াও বহিরাঙ্গণে রয়েছে স্পাইরাল জোন ও খেলাধুলার নানা উপকরণ।

চিত্র: বিজ্ঞান প্রদর্শনী ছাড়াও শিশুদের বিনোদনের জন্য প্রস্তুত করা সবুজ লন ও খেলাধুলার নানা উপকরণ

লন চত্বরে পার্কিং টাইলসে রাস্তা নির্মাণ

বিজ্ঞান জাদুঘরের সবুজ চত্বর ঘুরে দেখার জন্য এর মধ্য দিয়ে পার্কিং টাইলসে মোড়ানো রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ফলজ ও ঔষধী গাছ। দর্শনার্থীদের জন্য এ প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ ঘুরে দেখা সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

চিত্র: গ্যালারি প্রদর্শনীর বাইরে বহিরাঙ্গণে ঘুরে প্রকৃতির স্নিগ্ধতা উপভোগের জন্য পার্কিং টাইলসে নির্মিত রাস্তা

বিজ্ঞানী কর্নার স্থাপন

বিশ্বের নানা প্রান্তের স্বনামধন্য বিজ্ঞানীদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আজকের পৃথিবী। এসব প্রথিতযশা বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিহাস ও সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে সাধারণ দর্শনার্থীদের ধারণা দিতে বিজ্ঞান জাদুঘরে স্থাপন করা হয়েছে পৃথক একটি বিজ্ঞানী কর্নার। বাংলাদেশের বিখ্যাত বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলামের নামে এ বিজ্ঞানী কর্নারের নামকরণ করা হয়েছে।

চিত্র: বিশ্বের বিখ্যাত সব বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের উপর দর্শনার্থীদের ধারণা দিতে স্থাপিত বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম কর্নার

চাইল্ড কেয়ার ও ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপন

কর্মজীবী মায়েদের বাচ্চার দেখাশোনা ও তাদের সঠিক পরিচর্যার জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরের নিচতলায় স্থাপন করা হয়েছে একটি ডে-কেয়র সেন্টার ও ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার। বিশেষ করে বিজ্ঞান জাদুঘরের নারী কর্মীদের জন্য এটি অনেক কার্যকর একটি উদ্যোগ।

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরে নতুনভাবে তৈরি করা চাইল্ড কেয়ার ও ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার

গেট সংলগ্ন গার্ডেনে কাঁচের বেস্টনী স্থাপন

বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রশাসনিক গেট ও গ্যালারী গেট সংলগ্ন স্থানে তৈরি করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ফুলের বাগান। বাগানের সুরক্ষা ও সৌন্দর্য বর্ধনের অংশ হিসেবে এর চারপাশে কাঁচের বেস্টনী স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: জাদুঘরের গ্যালারি ও প্রশাসনিক গেটসংলগ্ন গার্ডেনে স্থাপিত কাঁচের বেস্টনী

বিভিন্ন দিবস ও অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

সংস্থায়, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ মহান বিজয় দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও অন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ ২০২৪ জাতীয় শিশু দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান সভা, রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং শুদ্ধাচার বিষয়ক শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শহীদ দিবসের শ্রদ্ধা নিবেদন

অমর একুশে ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বিজ্ঞান জাদুঘরের পক্ষ থেকে জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। ১৯৫২ সালের এই দিনে ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে শহীদ মিনারে এ ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

চিত্র: মহান বিজয় দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিজ্ঞান জাদুঘরের পক্ষ থেকে জাতীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ

মাতৃভাষা দিবসে কুইজ ও বিজ্ঞান বক্তৃতা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বছরের বিভিন্ন সময়ে খুদে বিজ্ঞানী ও তরুণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক সভা ও বক্তৃতা বিজ্ঞান জাদুঘরের বিস্তৃত কার্যক্রমের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। বিজ্ঞানকে নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তার উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে এ বিজ্ঞান বিষয়ক সভা ও বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান জাদুঘর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান বক্তৃতার পাশাপাশি বিজ্ঞান জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে নিবন্ধিত বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর সহায়তায় দেশব্যাপী এসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এবারের "মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪" উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এক কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন করে।

চিত্র: মাতৃভাষা দিবসের কুইজ ও বিজ্ঞান বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা

এতে অংশ নেয় ঢাকার বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতাধিক শিক্ষার্থী। লিখিত এ কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান বক্তৃতায় অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব এবং দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে।

স্বাধীনতা দিবসের আলোকসজ্জা

প্রতি বছর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে ধারণ করে দিবসটি উদ্‌যাপন করে পুরো জাতি। বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে স্বাধীনতার জন্য আত্মদানকারী দেশের বীর সন্তানদের। এদিন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয় বিজ্ঞান জাদুঘরের সমগ্র ক্যাম্পাস।

চিত্র: বিজয় দিবসের আলোকসজ্জায় সজ্জিত বিজ্ঞান জাদুঘরের বহিরাঙ্গণ

জাতীয় শিশু দিবসে বিশেষ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন

১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে উৎসবমুখর পরিবেশে শিশু কিশোরদের নিয়ে এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতাধিক শিক্ষার্থী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

চিত্র: চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ী শিক্ষার্থীরা

শিশু থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট তিনটি গ্রুপে এ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রাঙ্কন শিশুদের মেধার বিকাশে ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং অভিভাবকদের উচিৎ, শিশুদের এজাতীয় সৃষ্টিশীল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি তাদেরকে সুশিক্ষা ও সততায় সমৃদ্ধ করে দেশের জন্য আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এদিন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞান জাদুঘরের পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়। এছাড়া জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিজ্ঞান জাদুঘর দর্শনার্থীদের জন্য ফ্রি টিকিটে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রকাশনা-প্রচারণা কার্যক্রম

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চার পাশাপাশি এর প্রচারণার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকাশনা প্রস্তুত করে থাকে। এর মধ্যে "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দর্পণ" নামে একটি বিশেষ ত্রৈমাসিক প্রকাশনা বের করা হয়। এছাড়াও বিজ্ঞান জাদুঘরের বিশেষ প্রকাশনা 'নবীন বিজ্ঞানী' নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। এখানে দেশের তরুণ বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিজ্ঞান সম্পৃক্ত লেখা অন্তর্ভূক্ত হয় যা' ক্ষুদে বিজ্ঞানী ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান চর্চার অনন্য সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানের তথ্যসমৃদ্ধ প্রকাশনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২২৩-২৪ সালে ১০টি প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রকাশনার নাম	প্রকাশকাল
০১	দর্পণ (নবম সংখ্যা)	আগস্ট-২০২৩
০২	বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩	অক্টোবর-২০২৩
০৩	7th RUSC National Science Fiesta 2023	অক্টোবর-২০২৩
০৪	হোয়াইট অরিজিন্স	নভেম্বর-২০২৩
০৫	দর্পণ (দশম সংখ্যা)	ডিসেম্বর-২০২৩
০৬	৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের প্রতিবেদন	ফেব্রুয়ারি-২০২৪
০৭	অরবিটাল সাইন্স ম্যাগাজিন	ফেব্রুয়ারি-২০২৪
০৮	নবীন বিজ্ঞানী	এপ্রিল-২০২৪
০৯	দর্পণ (একাদশ সংখ্যা)	এপ্রিল-২০২৪
১০	দর্পণ (দ্বাদশ সংখ্যা)	জুন-২০২৪

চিত্র: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রকাশনার অংশবিশেষ

নিয়োগ এবং পদোন্নতি কার্যক্রম

(ক) রাজস্বখাতে ২ ক্যাটাগরীর পদে ২ জন্য কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	নিয়োগকৃত জনবল
০১	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	১ জন
০২	গ্যালারি এ্যাটেনডেন্ট	১৮	১ জন

(খ) পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্যাদি: কর্মচারী পর্যায়ের ২ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মূল পদ ও গ্রেড	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ ও গ্রেড	সংখ্যা
০১	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৪)	১৩	১ জন
০২	অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)	১৮	১ জন

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন কর্মসূচি

বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে একখন্ড সবুজের আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিজ্ঞান জাদুঘর আঙিনায় রোপণ করা হয়েছে অসংখ্য ফলজ ও ঔষধী গাছ। বিশেষ করে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে অগ্রহী দর্শনার্থীদের জন্য এটি এক অনন্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে গত ২৮.০৮.২০২৩খ্রি. তারিখে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ কর্মসূচির আলোকে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে জাদুঘরের ১নং ফটকে ২৫ টি আগর, ৫টি জলপাই, ৫টি বহেরা ও ৫টি জয়তুন গাছের চারা রোপণ করা হয়।

চিত্র: গাছের চারা রোপণে সংস্থার মহাপরিচালক ও ব্যুরো বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিবৃন্দ

অনুষ্ঠানে 'ব্যুরো বাংলাদেশ' নামক একটি জাতীয় বেসরকারি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে ৪০টি বৃক্ষের চারা স্মারক উপহার হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং প্রতিটি বাসার ছাদে, বারান্দায় ও প্রাঙ্গণে সবুজায়ন নিশ্চিতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। গাছের পরিচর্যা এবং নগরে বসবাসকারী পাখির যত্ন নেওয়া এবং পরিবেশ রক্ষার ওপর সকলের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এর আগে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে কেন্দ্র করে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

পাখিদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল 'বিজ্ঞান জাদুঘর'

বর্তমান সময়ে আমরা যখন সবুজেঘেরা প্রকৃতির প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তন করে নগরায়নে ব্যস্ত ঠিক তখন প্রকৃতির

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘর আঙ্গিনায় বিচরণকারী নানা প্রজাতির পাখি

অকৃত্রিম বন্ধু, আগারগাঁওস্থ বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী-এর একান্ত প্রচেষ্টায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ইঁটকাঠের এই নগরী ঢাকার বুকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে গড়ে উঠেছে পাখিদের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এই একচিলতে জমিতে আশ্রয় পেয়েছে ৪০ প্রজাতির পাখি। যারা পেয়েছে নিরাপদ সবুজ এক আশ্রয়স্থল। পাঁচ একরের এ ছোট্ট পরিমন্ডলে মাসব্যাপী এক পাখি শুমারির মাধ্যমে পাখিদের এ প্রজাতিগুলো শনাক্ত করা হয়। এ পাখি শুমারিতে নেতৃত্ব দেন বিশিষ্ট পাখি ও বন্যপ্রাণী গবেষক- আশিকুর রহমান সমী।

পৃথিবীর সকল জীব একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে একে অন্যের উপর এই নির্ভরশীলতার অপর নাম বাস্তুতন্ত্র। মানুষ যেমন আলো বাতাস, পানি, ছাড়া বাঁচে না তেমনি পশু-পাখির জীবনধারণের জন্যও আলো, বাতাস, পানি অপরিহার্য। তরুরাজি-বৃক্ষলতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই পারস্পারিক নির্ভরশীলতা পৃথিবীকে করেছে সুন্দর, শোভন ও বাসযোগ্য। এর বিচ্যুতি হলেই পৃথিবীর জীবজগৎ ও প্রাণিকূল মহাসংকটে পতিত হবে। বিভিন্ন সভ্যতার মতো আধুনিক এ সভ্যতাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? তাই প্রকৃতিবান্ধব এই পাখিদের জন্য নিরাপদ এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই বিজ্ঞান জাদুঘরের এ মহতী উদ্যোগ।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

শুদ্ধাচার পুরস্কার হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রবর্তিত সরকারি কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা, সততা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রদান করা একটি পুরস্কার। ২০১৭ সালের ৬ এপ্রিল শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭ প্রকাশিত হয়। এর অংশ হসেবে বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতি বছর সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সৃষ্টিশীল ও প্রসংসনীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করে থাকে।

চিত্র: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রসংশনীয় কর্মযজ্ঞের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত সহকর্মীদের সাথে মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নকে ধারণ করে আগামীর পথচলা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দেশজুড়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানবান্ধব পরিবেশ সৃজনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এ প্রতিষ্ঠান নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সমগ্র বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত এ জাদুঘর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ও সময়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গ্যালারিসমূহের ক্রমাগত উন্নয়ন সাধনের জন্য আধুনিক প্রদর্শনীবস্তু সংযোজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটিয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে দেশব্যাপী বিজ্ঞান ক্লাব সমূহের উদ্যোগে নিয়মিত বিজ্ঞান বক্তৃতা, বিজ্ঞান সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর তার বিদ্যমান কর্মকান্ডের সমান্তরালে বিজ্ঞানকে দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মাঝে জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজ্ঞান জাদুঘর দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হওয়ায় দেশব্যাপী এর কার্যক্রম বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে সকল সীমাবদ্ধতাকে জয় করে বিজ্ঞান জাদুঘর এদেশে একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন করে একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার দিকে এগিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

বার্ষিক প্রতিবেদন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

২০২৩-২০২৪